দৈনিক বাংলা

তারিখ .2 8.AUG 1996

পৃষ্ঠা ১ কলাম

বিএনপি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে ঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ

সমাজকে সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে সমাজকে বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, দেশে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাক এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করুক— এটাই আমরা দেখতে চাই। কিন্তু বিএনপি ধ্বংসাত্মক রাজনীতির মাধ্যমে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ১২ জুনের নির্বাচনে পরাজিত বিএনপি হতভম্ব হয়ে বিভিন্নভাবে অগণতান্ত্রিক পথে বর্তমান সরকারকে হুমকি দিচ্ছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। গত ২৫ আগস্ট জাতীয় সংসদে স্পীকারের প্রতি একজন বিএনপি সদস্যের কটূক্তিপূর্ণ উচ্চারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তারা এমনকি ১২ জুনের নির্বাচনে জনগণের দেয়া রায়ও মানতে চায় না।'

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার তাঁর অফিসে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন। খবর বাসস'র।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা এবং

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রীর সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সমিতির সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ, মহাসচিব মনসুর আলী এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফাজ্জল হোসেন এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

জনাব মনসুর আলী তার বক্তৃতায় বলেন, গত ২১ বছরের সরকারগুলো বহু শ্লোগান দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি। তিনি বলেন, তার সমিতির দাবী এ সময়ে কখনোই বিবেচনায় নেয়নি। এই সরকারগুলো তাদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন এবং ১২ জুনের নির্বাচনের পর কি পরিস্থিতিতে সরকার গঠিত হয়েছিল তা তাদের অবহিত করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ৪৫ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিশৃংখলাসহ একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি পেয়েছে। তিনি বলেন, অতীতে ক্ষমতায় থাকা দলগুলো নিজেদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। কিন্তু এই ২১ বছর মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রতি নজর দেয়নি। তিনি বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যাসহ সকল সমস্যার প্রতি নজর দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সরকারের পূর্ণ আন্তরিকতা রয়েছে। তবে বর্তমান বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্য তিনি তাদের অনুরোধ জানান।

এর আগে শেখ হাসিনা জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারীর প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় তাদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার ভিত হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর সরকার সংবিধান মোতাবেক সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করবে। শেখ হাসিনা আগামী ১০ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে তার সরকারের কর্মসূচী উল্লেখ করেন এবং এই মহৎ কাজে সাফল্য বয়ে আনার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের আহবান জানান।

তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি গ্রামে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি করে স্কুল দেখতে চাই। তিনি বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সকল সমস্যা দূর করে এটা বাস্তবায়ন করবে।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করবে ; যাতে তারা অন্যান্যদের চেয়ে বেতন কম না পান।

তিনি সমিতির সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, আমরা এটা সঠিক সময়ে করবো। এ সময় তারা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁর দল সম্ভব সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছিল।

তিনি বলেন, আপনারা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে প্রেসক্লাবের সামনে যখন অবস্থান করছিলেন তখন আমরা হেয়ার রোডে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নৈশভোজ প্রত্যাখ্যান করে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব সময় তাদের সঙ্গে ছিল এবং সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সেবা করার প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকবে।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের আশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার সামাজিক অগ্রগতির জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছে। দ্রুত উন্নয়নের জন্য একটি উপযোগী পরিবেশের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ব্যাপারে সকল মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রাথমিক শিক্ষার একটি দৃঢ় ভিত তৈরি করতে সরকারের সহায়ক হবে। জাতির উন্নত ভবিষ্যত নিশ্চিত করার মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমিতির নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনাকে একটি মানপত্র, ফুলের তোড়া উপহার দেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করায় তাঁকে অভিনন্দন জানান।